দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ২২ DEC 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

এসএসসি

অবজেকটিভ প্রশ্নে নতুন বিভ্রাট

শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে নতুন ধ্যান ধারণার আবির্ভাব হয়। নতুন ব্যবস্থাপনা অনেক সময় বিপথগামী করে, আর খেসারত দিতে হয় কোমলমতি শিশুদের। এসএসসি পরীক্ষার অবজেকটিভ উত্তরপত্র মূল্যায়নের দায়িত্ব কম্পিউটারের। এই যন্ত্রকে নির্দেশনা দেন মানুষ। বাংলা ১ম পত্র এবং ইংরেজী ১ম পত্র সহায়ক সাহিত্যের বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলা ১ম পত্রে সহায়ক সাহিত্য তিনটি। এর মধ্যে 'ক' বিভাগ সাহিত্য পাঠ (আব্দুল্লাহ উপন্যাস, নাটক কাফেলা) 'খ' বিভাগ—'সাহিত্য সৌরভ' (উপন্যাস-জোহরা, নাটক-নষ্ট ছেলে) 'গ' বিভাগ—সাহিত্য মঞ্জুষা (উপন্যাস-আব্দুল্লাহ, নাটক-মুকুট) এবং ইংরেজী ১ম পত্রে 'A Group-Stories from shakespeare, B group-Great Stories, C. Group-Four gewels.

বাংলা ১ম পত্রে অবজেকটিভ প্রশ্নপত্রে ৩৬-৫০ পর্যন্ত এবং ইংরেজী ১ম পত্রে ৪৬-৫০ পর্যন্ত প্রশ্নের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থী যে কোন বিভাগ থেকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর করতে পারে—এ ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই এবং উত্তরপত্রে তেমন ব্যবস্থা নেই যা বিভাগ উল্লেখ করতে পারে। ১৯৯৫; ১৯৯৬ সালের প্রশ্নপত্রে লক্ষ্য করা যায় 'ক' বিভাগের ৩৬-৫০ নং প্রশ্নের উত্তর এবং 'খ' বিভাগের প্রশ্নের উত্তরে ক্রমিক নং মিল নেই। অর্থাৎ 'ক' বিভাগের ৩৬ নং উত্তর ক (খ) গ ঘ, এবং 'খ' বিভাগের ৩৬ নং উত্তর ক খ গ (ঘ), কম্পিউটারে যে কোন একটা উত্তর বলা হয় তবে কোনটা? এই অবস্থা বাংলা এবং ইংরেজী ১ম পত্রে চরমভাবে প্রভাবিত। এর ফলে নম্বরের পার্থক্য অবশ্যই হবে। মূল্যায়ন হচ্ছে না শিক্ষার্থীর শ্রমের। তাছাড়া রচনামূলক পরীক্ষক এবং অবজেটিভ পরীক্ষকের মধ্যে যোগাযোগ নেই, তাই কোন শিক্ষার্থী অবজেকটিভ ক বিভাগ থেকে উত্তর করল কিন্তু রচনামূলক গ বিভাগ থেকে উত্তর করল এর কারণে মূল্যায়নে যথার্থতা হ্রাস পাচ্ছে। ইতোপূর্বের শিক্ষার্থীরা বাংলা ১ম পত্র ও ইংরেজী ১ম পত্রে তুলনামূলকভাবে নম্বর কম পেয়েছে শুধুমাত্র এই কারণে। এ জন্য পরবর্তী শিক্ষার্থীরা যেন তাদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে পেতে পারে সেই চিন্তা করার জন্য সবিনয়ে ভাবতে অনুরোধ রইল।

—শাহিনুল আলম